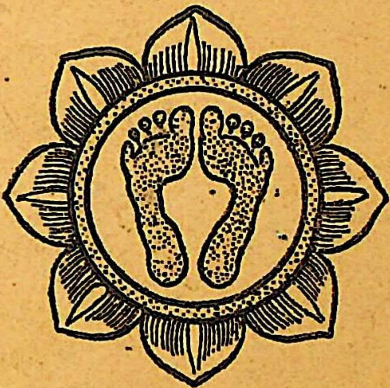
"নির্ম্মাল্য"



সরস্বতী

"নির্ম্মাল্য"

সরস্বতী

প্রকাশক—
সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম,
ভাদাইনি, বারাণসী।

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৬

মূল্য—এক টাকা চার আনা

মুদ্রক—কমলা প্রেস,
বারাণসী।

ওঁ

মা

নিবেদিতম্

মাগো, আমার মা, জগতের মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা,

অনন্তরূপিণী মা—

তোমার আশীর্ব্বাদে শুষ্ক ভূমিতে যে ফুল ফুটিয়েছ তাই তোমার শ্রীপদ কমলে নির্ভয়ে ঢেলে দিলুম। ফুলের জীবন যেখানে ফোটে সেইখানেই ঝরে যায়। তবে সুগন্ধ থাকলে লোকে জানতে পারে; দুর্গন্ধ নির্গন্ধ আত্মগোপন করেই চলে যায়। তোমার সাহিত্য বিতানে কত অভিনব ভাষা সুগন্ধ ভাব গন্ধে সাধন ফুটিয়ে তোমার পায়ে ঢেলে দিয়েছে, দিতেছে, আরও দিবে। কিন্তু তুমি যে বল "তোদের যা আছে তাই দে" তাই এই নির্গন্ধ রসহীন ভাব-ভক্তি-সৌন্দর্য্য-বিহীন ফুলগুলি নির্ব্বিচারে তোমার অভয়চরণে ঢেলে দিতে সাহসী হলুম, জানি তুমি নেবে।

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষিনী

সরস্বতী

ওঁ মা

নিবেদন

গত ১৩৫৬ সালের আষাঢ় মাসে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু নানা কারণে অনেক ভুল ত্রুটি থাকিয়া যায় সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত এবং লজ্জিত। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশের ভার লইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় আমার অন্তিম বাসনা আজ পূর্ণ হইল। নূতন কয়েকটি কবিতাও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং আবরণ পৃষ্ঠা, বাঁধাই ও চিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধ্যমত সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বম্বে,
বৈশাখ, ১৩৬৬ সন।

শ্রীশ্রীমায়ের দয়ার কন্যা
সরস্বতী

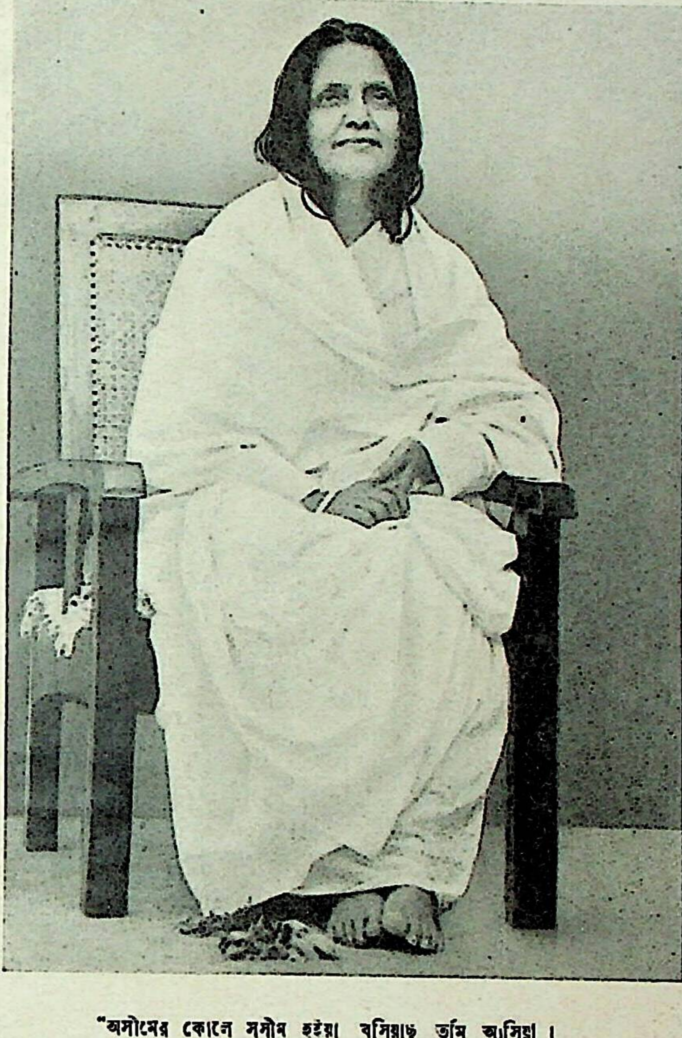
দু'চারটি কথা

আমি যখন ১৯৫২ সনে বিলাত যাত্রা করি তখন পূজনীয়া পিতামহী এলাহাবাদ হইতে লিখিলেন যেদিন আমার যাত্রা করিবার কথা সেদিন চন্দ্রশুদ্ধি নাই। তবে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন ও আজ্ঞা লইয়া যদি যাইতে পারি তবে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। সেই সময় অকস্মাৎ নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীশ্রীমায়ের বম্বেতে আগমন হয়। তখন একদিন একপার্শ্বে আমি অপর পার্শ্বে আমার গর্ভধারিণী মাতৃদেবী এবং মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমাকে লইয়া একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর ফটো তোলা হইল। কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন—"যেমন নীলু যাচ্ছ তেমন নীলুই ফিরে এসো।" তাঁহার সেই আশীর্ব্বাণী অক্ষয় কবচ জ্ঞান করিয়া আমি বিদেশ যাত্রা করিলাম। বিলাতে আকস্মিকভাবে একটি দুর্ঘটনায় পতিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপায় আমি সুস্থদেহে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হই। বিলাতে অবস্থান কালে আমার শ্রদ্ধেয়া পিতামহী আমাকে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার লিখিত "নির্ম্মাল্য" পুস্তিকাখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যয়ভার আমি যেন স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে গ্রহণ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বম্বেতে বাংলা পুস্তক ছাপাইবার কোনও সুবিধা না থাকায় এতদিন ইহা সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। উপস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই

কার্য্যের ভার লইয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। সেজন্য আমরা সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম এবং আশ্রমকর্ত্তৃপক্ষকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুস্তিকাটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে প্রদত্ত হইবে।

নিবেদক—

দাদর, বম্বে
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯। শ্রীনীলিমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



"অসীমের কোলে সসীম হইয়া বসিয়াছ তুমি আসিয়া ।
অনন্ত অসীম তব কায় মন, কি দিয়ে লইব বরিয়া ॥
কিবা রূপে তোমা স্মরিব অন্তরে কিবা নামে তোমা ডাকিব ।
কিবা উপচারে পূজিব তোমারে কিবা ভাবে বল স্তুতিব ॥
কোথায় তোমায় রাখিব বল না, রূপে গুণে ভাসে কল্পনা ।
আগত স্বাগত ভাষত দেখত সকলই যে ভাবি ছলনা ॥"

শ্রীদুর্গা

প্রণতি

যুগ যুগ রাজিত যুগ যুগ বন্দিত।
যুগ যুগ পূজিত শ্রীচরণ কমল॥
কন্যার্কে বালার্ক রাগে ধরণী রঞ্জিত।
চররাশি চরলগ্নে জননী স্বাগত॥
শ্রীচণ্ডী উচ্চারণ আবাহন মুখরিত।
চিন্ময়ী পূজিত মানস সাধন প্রাণে॥
চিত্ত উল্লাসিত প্রকৃতি বিতানে।
নব নব সাজে ধরণী সজ্জিত॥
নব নব ছন্দে হৃদয় রঞ্জিত॥
হৃদি মন মাতোয়ারা মাতৃনামে ভরা ধরা।
সাধন মন প্রাণ নয়ন অশ্রু ঝরা॥
কৃপা বিতরি জননী আগত।
উল্লাসে ধরণী হিল্লোলে লীলায়িত
আনন্দময়ী আগমন আনন্দ রূপ মন।
আনন্দ সায়রে বহে আনন্দ সমীরণ॥
কোটী কোটী কণ্ঠে জননী অভ্যাগত।
কোটী কোটী মস্তক ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ঝরা।
শ্রীপদ পঙ্কজে ধরণী লুণ্ঠিত॥

শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষিনী

এলাহাবাদ
১০ই আশ্বিন, ১৩৫৯।

সরস্বতী

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা

জয়দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা জয় দুর্গা

"জনম ভরিয়ে ও রূপ দেখিনু
পরাণ না তিরপিত ভেলো"
শারদ অঙ্গ শারদ অঙ্ক
শারদ শশী বিমল আকাশে
স্নিগ্ধ সমীরণ আনন্দ শিহরণ
ধরণী অসাড় সঙ্গে জানায়
দুর্গা নাম ভরা মন মাতোয়ারা
হৃদয় ভেদিয়া অন্তরে লুটায়
ধরা ভরা ডাকে শ্রান্ত পরাণে
সুপ্তি অন্তরে বেদনা জাগায়
জ্যোছনা প্লাবিত নদী কলায়ত
শুভ্র যামিনী উজল অঙ্গ ধরা প্লাবিত
কন্যারাশি গত হইলে ধরণী
কন্যারূপে তুমি এস গো জননী
হাস্যমাখা ধরা হাস্য বিম্বাধরা
হাসিয়ে হাসায়ে জাগিয়ে বেড়ায়
অধরা যে আজি এসেছে ধরায়
অমরার ঐশ্বর্য্য সাথে করে নিয়ে

তাই নাই দুঃখ নাই ক্লেশ
হাস্য লাস্য ভরা জীর্ণ শীর্ণ দেশ
আশিষ মদিরা ভাবেতে আবেশ
কমলাক্ষী দিঠি স্নেহ প্রেমে ভরা
স্বরগ অমিয় তাতে ঝরঝরা
স্নেহ প্রেম গলা আধ আধ হাস
জিজ্ঞাস বারতা আধ আধ ভাস
তাই হেসে কেঁদে আসে জননী সকাশ
কহিতে শুনিতে প্রাণের আভাষ
তোমারে ধরণী বরিবে কি দিয়ে
অশ্রুবারি আর হৃদি দাবানল
তোমারই দেওয়া এ ধরা সম্পদ
তাই দিয়ে তোমা লয় গো বরিয়া
ভকতি কুসুম তোমার পূজন
বাসনা কাঙ্ক্ষিত যাচিঞাত প্রাণে
ভকতি কুসুম আছে কি হৃদয় কাননে
অফুরন্ত দুঃখ দুর্ব্বার অচেতন
কর্ম্মফল ভোগে অতিষ্ঠ জীবন
চেতন মাগিছে ধরাবাসীগণ
চৈতন্য দায়িনী শ্রীপদ পঙ্কজে
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ভরা পদ
মহাতত্ত্বময়ী আধ্যাত্ম সম্পদ
তব তত্ত্ব মাগো বোঝে কি জগৎ

অদ্বৈত-দ্বৈত ভেদ নিবারিণী
কালগ্রস্ত জীবে কাল ধারিণী
মীমাংসা দর্শন ও পদে লুটায়
অসুর দলনী কেন গো বলিছে
মাতৃভরা অঙ্গে, মাতৃত্ব শোভিছে
মা, মা, মা, বলি সবে লুটায়ে পড়িছে
ওই শঙ্খ চক্র পদ্ম ভরা শ্রীপদ কমলে
এ দীনের শেষ কবে মা হইবে
দুর্গা নাম করি যাত্রা করিবে
লুটায়ে পড়িবে তোমার শ্রীপদ-মাথা
এই ধরণী পরে।

এলাহাবাদ
শ্রীশ্রীমায়ের দুর্গোৎসব
সন ১৩৫৯ সাল ১০ই আশ্বিন।

কৃপাভিখারিণী—
সরস্বতী

ধ্যানে প্রাণে জ্ঞানে ভজনে সাধনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
বিবেকে বৈরাগ্যে জ্ঞানে অজ্ঞানে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
সাকারে নিরাকারে আধারে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
অন্তরে বাহিরে বিজনে একান্তে,
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
হাসিয়ে কাঁদিয়ে ধরণী লুটায়ে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
বাসনা কামনা আশা নিরাশা সনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
দহনে সহনে দুঃখ অভিমানে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
শোকে দুঃখে দৈন্যে অনশনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
ধরমে করমে ঐশ্বর্য্য ভরমে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।
জীবনে মরণে সংসার পালনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

পরাক্রমে শৌর্য্যে সম্ভ্রমে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

মোহ মদিরার বাসনা কামনা সনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

স্বজনে বান্ধবে উৎসব আনন্দে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

প্রভাতে উঠিতে জাগরণে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

দিবা অবসানে সন্ধ্যা আগমনে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

ভব অবসর যাত্রাকালে
বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

কৈবল্যদায়িনী ব্রহ্মসনাতনী
অসার সংসার আসা যাওয়া সার
বদনে বল মা মা মা মা মা মা মা মা।

* * *

আনন্দময়ী করুণাময়ী প্রসন্নময়ী ব্রহ্মময়ী
নমো নমঃ নমো নমঃ।
দয়াময়ী ধ্যানময়ী জ্ঞানময়ী বিজ্ঞানময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

ব্রহ্মাণ্ডময়ী চরাচরময়ী সৃষ্টিময়ী দৃষ্টিময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
আঁধারে আধারময়ী অকূল কূল তারণময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিময়ী সত্ত্বরজঃ তমোময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নামধ্য জাগ্রতাময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
কুণ্ডলিনী আধারস্থিতা নিদ্রাময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
সগুণ নির্গুণময়ী অব্যক্ত ব্যক্তময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
ক্ষরাক্ষরময়ী পরাৎপরাময়ী নির্গুণা গুণময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
প্রণবময়ী ওঁকার-ঝঙ্কারময়ী সাধনাময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
বিদ্যাময়ী, অবিদ্যাময়ী, প্রেরণাময়ী ধারণাময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
সাকারময়ী নিরাকারময়ী দৃশ্যময়ী অদৃশ্যময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।
কামনাময়ী ছলনাময়ী ইষ্টময়ী মনোময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

সদসৎপ্রেরণাময়ী বাঞ্ছিতকল্পতরু
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

বিভূতিময়ী অনুভূতিময়ী শাশ্বতা ত্রিকালজ্ঞাময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

সগুণা নির্গুণা সর্ব্বগুণাশ্রয়ময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

পরিপূর্ণা মহাপূর্ণা সম্পূর্ণা পূর্ণময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

কালাকালাভেদময়ী সৃষ্টিময়ী সংহারময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

ধরণী ধরায়তা আগতা স্বাগতা অবতারতত্ত্বময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

ধরণী বরণী দুঃখ-নিপীড়তা কালপ্রাসাদস্থিতা
ধরণী উদ্ধারময়ী
নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ নমঃ।

* * *

দ্বন্দিত খণ্ডিত বিড়ম্বিত
প্রাণে
স্পন্দিত ছন্দিত মূর্ছনা
হানে

মাধুরী মাধুর্য্য পুলক
ভাসে
আনন্দ জ্যোতিঃ হৃদয়ে
আসে
স্বরগ চাঁদনি জোছনা
হাসে
অমিয় মলয় বহিয়া
আসে
আকাশ ফলকে শশিরেখা
সম
মুখপদ্ম পরে হাস্য অনুপম
কঠিন পাষাণ বিগলিত
হয়
আঁখি বারি কেন ঝরিয়া
যায়
বিরহ বেদন কেনগো
জাগায়
আপন ভুলিয়া কার পানে
ধায়
স'পিতে চরণে মন ছুটে
যায়
কি আছে চরণে পাবার
আশায়

মধুভরা প্রাণ প্রাণভরা
আশ
লুটিতে চরণে—পরাণ
ধায়রে
কি পেয়েছে কেবা নাহি তার
সীমা
সকলি পাইব এই যে গরিমা
এই আশ ধরি অনন্ত অসীমে
ছুটে—যায় সব
অতৃপ্তি অনন্ত ওই অমৃত সাগর
আকণ্ঠ পিপাসা তিরপিত নাহি হয়রে
পিপাসিত আঁখি পিপাসিত প্রাণে বেদনা হানে।

* * *

এসো মা আনন্দময়ী,
এসো হৃদি পদ্মাসনে
মুদিত এ হৃদিপদ্ম
উদিত হ'য়ে।
দরশপরশ লাগি, কেন মা তৃষিত থাকি
হৃদিপদ্মে এসো, দেখি
প্রাণতৃষা মিটাইয়ে॥

মনপথে আছে মাগো
কত পাপ কুশাঙ্কুর,
নবনীতপদে মাগো ফুটিবে অঙ্কুর
ও পদপরশে, হত হয়ে শেষে
পথ ছেড়ে দিবে তারা ॥

তড়িৎগতিতে এসো মা,
তড়িৎরূপিণী তারা
ওমা মুণ্ডমালা পরিও না, অশ্রুমালা গলে দিও
অসি খড়্গ ফেলে দিও মা
মোহন বীণা করে নিও ॥

অনাহত বীণানাদে, মিশিয়ে দিয়ে মহানাদে
মিলন সুরের ধ্বনি করো মা
শুনে হৃদি প্রাণ জুড়াইয়ো
কামনা বাসনা জুটো, ধূপ দীপ জ্বালায়ে দিব
রিপুগুলো ধরে মাগো ও পদে অঞ্জলি দিব
শ্রান্ত হয়ে পদপ্রান্তে বসে মাগো
আসা যাওয়ার কত ব্যথা
কত মনের কথা শুনাইব ॥

শেষে ঘুমিয়ে পড়ে পদপ্রান্তে
পদরেণু হয়ে রব
ওমা ওই রাতুল চরণে লীন হবো
ওমা ওই রাতুল চরণে হবো লীন ॥

৮ই মাঘ, সন ১৩৪৩
মাঘ মেলা ক্যাম্প
প্রয়াগ

*　　*　　*

অনাদি অব্যক্তা ব্যক্তা ব্যক্তরূপা মা—
শ্রেয়, প্রেয়, জ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অরূপা মা—
দ্রষ্টা স্রষ্টা উপদেষ্টা কারণরূপিণী মা—
জগতাধার সারাৎসার কৃতান্তভয়বারিণী মা—
ষড়রিপুমথিত চিত চেতনদায়িনী মা—
প্রপঞ্চ পঞ্চ সৃষ্টি; কারণরূপিণী মা—
মায়াতীতা দয়ারূপা প্রসন্নবদনী মা—
অচেতন চেতন অনন্ত শক্তিশালিনী মা—
বিশ্বচরাচর সর্ব্বভূত দৃষ্টিগামিনী মা—
অভেদ্যা অব্যক্তা মহাজ্যোতীরূপিণী মা—
ষড়রিপু আবর্ত্তন কালচক্র বিবর্ত্তন মা—
সৃষ্টিস্থিতিপালন বরাভয়দায়িনী মা—
ত্রিগুণাতীতা ভবকলুষপঙ্কে উদ্ধারিণী মা—

মাতৃমন্ত্র দান, মাতৃমন্ত্র ধ্যান মাতৃরূপিণী মা—
দয়া, ক্ষমা, করুণা আধার বিকাশিনী মা—
অসীম করুণা অসীম প্রেরণাভব সারাৎসারা মা—
সৎচিত আধার আনন্দঘনরূপিণী মা—

* * *

কিবা অরুণ মণ্ডিত সৌন্দর্য্য মথিত দেব জ্যোতি অঙ্গ রে
হেরিলে নয়নে তিরপিত প্রাণে অনিমেষে চেয়ে রয় রে
কাদম্বিনী-সম নিবিড় কুণ্ডল-দাম এলায়িত লম্বিত রে
নীলপদ্ম আঁখিদ্বয় ত্রিনয়ন সমন্বয় ভাবে ঢুলুঢুলু হয় রে
উন্নত ভাল শোভন সুউচ্চ গিরিসম সুষমা মণ্ডিত রে
ক্ষীণ ওষ্ঠাধর শুভ্র দন্তাধার মধুচক্রভরা বিম্বাধর রে
হাস্য বিকসিতা লহরী লীলায়িতা সুধা ঝরা ভাষ রে
ভাবেতে ছন্দিতা হৃদয় স্পন্দিতা মানস কলুষ খণ্ডিতা রে
সাগর মথনে উঠিল কমলা সেই বুঝি পথভুলে এলো রে
কিবা অমল ধবল চরণ কমল মরাল গর্ব্বিত গমন রে
শঙ্খ চক্র পদ্মরেখা অঙ্কিত সুন্দর দুর্লভ পদ্মযুগ রে
তৃষিত ধরণী হইয়া বরণী হৃদিবক্ষ পরে ধরে রে
এ যে ধরা ধন্য করা, এসেছে অধরা ধরার জীবন দিতে রে
হৃদে সাধ ভরি বারবার মরি বারবার আসি ওই
পদতলে রে ॥

* * *

এ তৃষিত গাগরি মাগো
কবে তুমি ভরাইবে
এ মোহ গাঠরি মাগো
কবে তুমি নামাইবে
এ ভাঙ্গা তরণী মাগো
কবে কূলে ভিড়াইবে॥

গোধূলি লগন এলো
খেলা ক'রে বেলা গেল
আবরি আঁখির পাতি
ঘনায়ে এল গো রাতি
এ তিমিরে ও পদ ভাতি
কবে তুমি দেখাইবে॥

হৃদি পঙ্কে পঙ্কজিনী
কোকনদ পা দু'খানি
কবে মা উদিত হবে
মন ভৃঙ্গ মত্ত হবে
গুণ গুণ মুখরিত
সগুণ নির্গুণ গুণে মিলন রাগিণী
গাবে॥

* * *

তুমি যে মা ভাব ঘন চৈতন্য ঘন
দয়া ঘন সৎচিত ঘন আনন্দ ঘন
করুণা ঘন প্রসন্ন ঘন অরূপ স্বরূপ ঘন
করুণাধার আধার মূরতী ঘন
তব করুণা ঝরঝর অমিয় বরিষণ ঘন।

আমি যে মোহ তন্দ্রা ঘন অন্ধ অচৈতন্য ঘন
ভব সুখ আশ ঘন ভ্রান্ত আবরণ ঘন
বাসনা কামনা পাপ তাপ বিজৃম্ভন
তব করুণা বিহীন হীন মূঢ়জন
যাচতি শকতি যাচতি ভকতি
কাঙ্ক্ষতি মোচন মোহ আবরণ॥

কাঙ্ক্ষতি তমময় হৃদয় নাশন
কাঙ্ক্ষতি তব স্বরূপ রূপ বীক্ষণ
যাচতি যাহে মন প্রাণ
সদা ও চরণ ধ্যান
ধারয়তি হৃদি পদ্মাসন

তন্ময় যাচতি তব ময় কাঙ্ক্ষতি
হৃদি পদ্মাসনে মন মধুকর
তব ঝর ঝর অমিয় করুণা
নির্ঝর সদা পিবতি
ন চ আগতি এ ভব দুঃখ সাগরম্॥

"এখনও কি ব্রহ্মময়ী হই নি মা, তোর মনের মত"
হিসাব করে দেখ দেখি মা, তোর খাতায় বাকি কত
জমা ওয়াসিল মবলগ বন্দি সে কেবল মা তোমার ফন্দি
জের টেনে আর কিস্তিবন্দী কো'র না মা এই আরজ করি
(ওমা) নিজের কোর্টে নালিশ রুজু ক'রে এক তরফা ডিগ্রী নিও
নিলাম ইস্তাহার জারী ক'রে মা গো খাস দখলে অধিকারী হ'য়ো
বডি ওয়ারেণ্ট জারী ক'রে মাগো নজরবন্দি সাজা দিও
দেনা পাওনা হবে শোধ যাওয়া আসার গতিরোধ
মা বলা মা জন্মের শোধ এই বাসনা করে কিঙ্করী ॥

ফাল্গুন, ১৩৫৩
বিন্ধ্যাচল,
মায়ের আশ্রম

* * *

আর ভুলায়ো না আর ভুলবো না
ভুলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে
পরশ মণির দরশ পেয়ে
চেতন আঁধার চেতন পেয়েছে

চোখের পরশ প্রাণের পরশ
কথার পরশ পায়ের পরশ
পরশমণি পরশ করে
পাকা সোনা হয়ে গেছে

লোহায় গড়া প্রাণ মন দেহ
পরশমণি সোনা ক'রেছে
আর কি ভুল ভুলাতে পারে
পরশ মণি চিন্‌তে পেরে
ভুলের ভোলা সরে গিয়েছে ॥

বিন্ধ্যাচল,
মায়ের আশ্রম

* * *

আর কেন সব দেরী কর
কাণ্ডারী এসেছে দ্বারে
দ্বারে দ্বারে ফিরে ডাকছে মা তরণী সাথে করে
মধু মাখা "মা-মা" বুলি
শিখিয়ে দিচ্ছে মনে প্রাণে ঢেলে দিয়ে
শুনেছিনু গৌর এসে
হরি নাম ভাসিয়ে দেশে
হরি নামের তরণী ক'রে
পার করেছে কত অধম
কত ব্যথিত তৃষিত জনায়
(আবার) চখের জল সেচন করে কত পাপীর
কঠিন হিয়ায়

এ আবার কি ভাই হলো
গৌর বুঝি ফিরে এলো
　　রাধা ছেড়ে মা মা ব'লে লুটিয়ে পড়ে সবার পায়।
হরি নাম কৃষ্ণ নাম রাম নাম
মিশায়ে তোলে নামের ঝড় তুফান
　　ডুবে মরি সে তুফানে ঝড় বয়ে কঠিন প্রাণে
মা কি বাবা চিনতে নারি
এস সবে কাণ্ডারী করি
'মা' নামের চড়ি' তরি
　　অকূলে দেই গো পাড়ি মা বাবা বলে
　　হোক না কেন ভাঙ্গা তরি
　　হোক না কেন সওয়ারী ভারী
　　পরমার্থের কাণ্ডারী মাঝি পার করবে অবহেলে।
ভাবের মাঝি ভাব তরঙ্গে
পার করবে ভাবের সঙ্গে
　　আতঙ্কের উজান বাতাস ঠেলে দিয়ে রাঙ্গা পায়
যখন সওয়ারী নৌকায় তুলে
দাঁড়িয়ে মাঝি নেবে কূলে
যা আছে গাঁঠের বাঁধন এলিয়ে দিয়ে
　　ঢেলে দেবে মাঝির পায়
দাঁড়ি হবে কি মাঝি হবে
একাই কি বেয়ে যাবে
　　ওই কোমল হাতে ব্যথা পাবে দোসর তো নাইক আর

হরিনামের পাল তুলে দিয়ে
দাঁড় ধরে দাঁড়াবে নেয়ে
ও তার রূপের ছটায় যাবে ছেয়ে মোহিত হবে ত্রিসংসার
কালো নদীর কালো অঙ্গে
গৌর মাঝি যাবে রঙ্গে
এলো চিকুর উড়বে তখন দখিন বাতাস লেগে তায়।
ঢুলু ঢুলু নয়ন কমল
মধুর হাসি তায় অবিরল
কত মুনি ঋষি চাতক দেখতে সেই শোভার খনি
পরশমণি
চাঁদ উঠবে দেখতে শোভা
শোভার আধার মরম লোভা
নীল আকাশের অঙ্গে অধর চাঁদ ধরার অঙ্গে ধরার চাঁদ
(উভয় চাঁদে কি সমান হ'লো ?
অধর চাঁদে বাড়ন কমন
ধরার চাঁদে ষোল পূরণ
যেমন ভাষণ তেমনি হাসন তেমনি চাহন তেমনি লাবণ
চাঁদের খেলা চাঁদের মেলা মাঝ দরিয়ায়
হৃদয় চাঁদ ধরা দিতে
এলো ধরার হৃদি মাঝে
সে যে ভাবের ভাবুক ভাব তরঙ্গে ভাবের সাথে খেলা করে
চাইনে তখন যাওয়া বাওয়া
চাইনে তখন চাওয়া পাওয়া

(চরণ ধরি) ঝাঁপ দিব সেই রূপ সাগরের
(চরণ স্মরি) অতল তলে ভাব হিল্লোলে ডুববো বলে
তখন সেই অমরার অমর মাঝি
কোলে তুলে নিয়ে যাবে
সেই অমর লোকে ॥

১৩৫৩ ফাল্গুন
মায়ের আশ্রম
বিন্ধ্যাচল

* * *

আগো কেন এত ভালবাস তুমি গো আমায়
বারে বারে ভাবি তাই
প্রভাতের গাঁথা মালা সন্ধ্যাকালে
কেন তুলে নিলে তাই শুধাই
ফুল যে শুখায়ে গেছে
বাঁধন যে খুলে পড়েছে
গাঁথনি শিথিল হয়েছে
অবসাদ বিষাদের ব্যথা বারি মাখা তায়
দিন শেষে বেলা গেছে সন্ধ্যাকালে
অকূলের কূলে এসে
দাঁড়ায়েছি কাণ্ডারী খুঁজিতে হায়
(এ) আকুল অকুল কালে কেন এসে দেখা দিলে

খুঁজেছি কি প্রভু তোমা
মনে পড়ে এলে তাই
খুঁজিতে পারিনি বলে
এতদিন ভুলে ছিলে
কোথায় খুঁজিব তোমা কেহ তো বলে নি আমায় ॥

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম

* * *

আগো তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
যেন শুখায়ে না যায় তব দয়া প্রেম
মরম ভরা দয়ার সাগরে ভাষায়ে লয়
এ মলিন মরু হৃদয় মম
চলচল করা অবিরত ঝরা
ডুবে থাকি যেন তোমার ভাবেতে
দিও ঢালি সদা কৃপা-উৎস-বারি
আমি যেন তায় ভেসে যেতে পারি
সীমা ভেঙ্গে দিও অসীমে মিলায়ো
হাত বাড়াইয়া কোলে টেনে নিও
আসিতে যাইতে মায়া-প্রপঞ্চতে
বিড়ম্বনা আর না পারি সহিতে

শেষে অবশেষে ও পদ-পরশে
অমিয় সাগরে ডুবিয়া যাই ॥

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম }

* * *

দূরে দূরে কেন বেড়াও মা
আমি ভাবি আমারই মা
চোখের আড়াল হতে দেবো না
হারা মাণিক কুড়িয়ে পেয়ে
হেরব সদাই বুকে থুয়ে
আর কোথাও খুঁজতে যাবো না
ইহকালের পরকালের আশা
খুঁজতে গেলেই হই হতাশা
ডাকার বাঁধন সরে যায়
ডাকতে পারি না, জানি না সে ডাক কেমন
সে ডাকতে দেও গো ধরা
অধর ধরার ডাক যে মাগো
তুমি বিনে কেউ জানে না
রসিকচন্দ্র দাশরথী ভক্তি-বাণে বিঁধে ছিল
মরম ছেঁড়া ডাকার বাণ যে শিখেছিল

বামা ক্ষেপার এমনি আকুল ডাক যে
এসে কোলে করেছিলে
রামপ্রসাদের গান শুনতে এসে
বেড়া বেঁধে দিয়েছিলে
গঙ্গাধরকে ধরায়ে এনে রামকৃষ্ণ করেছিলে
মা মা মা মা ধ্বনি ছড়িয়ে শেষে
(পাঁইজোড়) পাজেব পরে বেড়িয়েছিলে
আমার কপালগুণে মাগো
ডাকতে শিখালে না, ধরা দিলে না
কোঁদল করা আশিষ দিলে
"মাই ঝি কোঁদল, কোঁদল নয় মা
ব্যায়নে বাদল বাদল নয় মা"
তাইত মাগো কোঁদল করি (তোমার সনে)
বেশী গরজ হলেই মাগো
আরজের জোর বেশী হয়
আমার আরজ শুনতে কি গো
(তোমার কাজের হরজ হয়)
বিদায়ের সময় হয়ে এলো মা
আর কি আমার সবুর সয়
আর কবে মা ডাকবো তোমায়
এবার বাজী ফুরিয়ে এলো
আবার আনবে বলে মাগো
আসর পেয়ে আর রেখো না

খেলার আসর গুটিয়ে দিয়ে
মা মা মা মা বলে ডাকতে শিখিয়ে
জন্মের মত কোলে নেও।

বিন্ধ্যাচল,
মায়ের আশ্রম
১৩১৩

* * *

আর কেন মা ভাঙ্গা খাঁচায়
পূরে রেখে দিয়েছ তারা
ভাঙ্গা খাঁচার ভাঙ্গা দাঁড়ে
কর্ম্মফলের ডুরি গাঁথা।
ভেবে দেখ মা কতকাল হলো গত
প্রাণ-পাখী যে হ'ল ওষ্ঠাগত
ভবের বাঁধন ঘুচিয়ে দে মা
একবার ফিরে চেয়ে দেখ মা
খুলে দে মা খাঁচার দুয়ার
প্রাণ-পাখী হোক্ খাঁচার বাহার
হাঁফ ছেড়ে লাফ দিয়ে যাক্।
নীল আকাশের অসীম কোলে
দখিন হাওয়ার মধুর দোলে
মলয় পবনেরস্নুজ ান ভরে

বেড়াক্ পাখী ঘুরে ফিরে
চাঁদের কোলে চকোর হয়ে,
নীল আকাশের উপর দিয়ে
ফোটা ফুলের মধু খেয়ে
দেখ্‌বে তখন মনের সাধে
তোমার ভবের গড়া মোহন বিতান
সন্ধ্যাবেলা আঁধার হলে
তোমার কোলের কুলায় আস্‌বে ফিরে
স্নেহের দিঠি দেখ চেয়ে
দিও ছুটো চারা ফেলে
যদি পড়ে পায়ের উপর
ও রাঙ্গা হাত বুলায়ে দিও
কোলে তুলে নিও একবার।

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম

* * *

আজি কি আসিলে মাগো
হৃদি বিতানে
ঋতুরাজ সাথে এলো
শুষ্ক কলি মুঞ্জরিল

নিঙাড়ি নিঙাড়ি চাঁদে
অমিয় ক্ষরিত তাতে
অনুপম শোভা ভাতি
হৃদাকাশে ছেয়ে গেল
মুখপদ্ম উজলিল
হৃদিপদ্ম বিকশিল
প্রাণ পাখী মন ভৃঙ্গ
সোঽহং ধ্বনি আনে কানে
সে অতুল রূপ মরি
লাবণি ধরিতে নারি
পদতলে মন্দাকিনী
চরণ ধুইয়ে গেল
কত শত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
সেই শোভা নিরখিল
কে দেখিবে সেই শোভা,
যোগীজন মন লোভা
আমি যে মিশায়ে যাবো
ও পদ-রেণুকা সনে ॥

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম
১৩৫৩

* * *

কেন সাধি সাধ্যাতীতে
সাধিতে তো জানি না
আসি যাই ফিরি ঘুরি
সাধিতে তো পারি না
জনমে জনমে সাধি
মনে প্রাণে হাসি কাঁদি
সে সাধনা তো আমায়
কেউ শিখালে না
বিধি বাদী নয় তো এ যে
যারে সাধি সেই যে বাদী
মরম ঝরা আঁখি-বারি
সে পদে তো গেল না
সাধে কি সাধি গো তারে
মরম তলে হৃদে দোলে
অভাব বিচ্ছেদ সনে
সে আছে যে মনে প্রাণে
আমার বলে ধরতে গিয়ে
ধরতে পারি না ॥

বিন্ধ্যাচল,
মায়ের আশ্রম }

* * *

যদি না দিবে ধরা
ধরার মাঝে এলে কেন
অমন করে স্নেহের দিঠি
মধু ঢেলে তাকাও কেন

যদি না দিবে ধরা
ধরার মাঝে এলে কেন
ধরতে তোমায় হাত বাড়ালে
কেন তুমি সরে দাঁড়াও

মনে হয় পিছন ফিরে
আবার তাকাও
আকুল আশা হৃদি তলে
কেন তবে মিছে জাগাও

মোহন রূপে মোহিত করে
ভবের বাঁধন কেন কাটাও
অস্ফুট কোকিল কাকলি সম
মা মা বলে ডাক কেন

প্রাণের তলে সাড়া দিয়ে
কেন তুমি পালিয়ে বেড়াও
অধর তুমি আধার তুমি
জেনেও আশা জেগে রয়

ওই রাঙ্গা পায়ের তলায় কেন
মাথা এসে আপনি লুটায়
দেখে দেখে প্রাণ ভরে না
আকুল পিয়াস ব্যথা দেয়

ধরা যে তোমারি গড়া
তাইতে ধরা ধরতে চায় ॥

*　　　*　　　*

মা যে আমার কাঙালের মেয়ে
আমি যে কাঙালিনী মা তার
খাওয়াতে পরাতে পারি নি
তাইতে মা খাওয়া পরা শেখে নি
চুলগুলাও বাঁধতে শেখায় নি
ঘরটাও আমার অন্ধকার
ঢুকতে নারে তাইতে আবার
(মরম পরশ) মা মা বলে কেবল বেড়ায় ভরিয়ে ধরা
মা মা বলে ডাকলে পরে
অমনি এসে কোলে করে
আদর করে সোহাগ ভরে মনটা অমনি
কেড়ে লয়

সকল লোকে সকল দেশে
কেন আমার মা কে ডাকে
মনের খেদে তাইতে বলি
লোকে করেছে যাদুটোনা
বুঝতে নারি একি হেরি
মা কি আমার ধরার ধরা
ধরা কি রেখেছে ধরে কাউকে তো দেয় না ধরা
কারুর ঘরে ঢুকতে নারে
বাস করে কুঁড়ে ঘরে
কুঁড়ে ঘরের ফুটো দিয়ে চাঁদের সনে কথা কয়
মা যে আমার চাঁদের কণা
চাঁদের মতই মোহন রূপ যে
চাঁদের মতই অঙ্গখানা
নীলপদ্ম আঁখিপদ্ম
ফুলের পাপড়ি ঠোঁট দুখানা
ভুবন মোহন হাসি যে তার
মা মা ভরা সুধামাখা বাক্যখানা
যখন শুয়ে থাকে কুঁড়ে ঘরে
প্রভাত-কিরণ অংশুমালী
রাঙ্গা আবির ঢালে পায়
সন্ধ্যাকালে চাঁদ উঠে
চাঁদের কণা গায়ে ছড়ায়
ফুটো ঘরের ফাঁক দিয়ে কত মরম কথা কয়

ঋতুপতি ফুল ফুটায়
মলয় এনে সে সুগন্ধ মায়ের পায়ে ছড়িয়ে দেয়
গঙ্গা যমুনা পা ধোয়ায়
ঢেউয়ের সনে তালে তালে গান শোনায়
নবগ্রহ কেন্দ্রে ঘুরে ফিরে
আমার মাকে আরতি করে
সাতাশ নক্ষত্র সন্ধ্যাকালে উদয় হয়ে ফুল ছড়ায়
এ মেয়ের তত্ত্ব বুঝতে কি পারি
আমি কি মা হতে পারি
আমি যে কাঙালিনী
এ যে অসীম তত্ত্ব পরমার্থ
এ তত্ত্বের তত্ত্ব কিবা জানি ॥

* * *

যাবার দিন এগিয়ে এলো, বিদায় দে মা এ জন্মের মত
আর আনিসনে আর করাসনে, এ ভবের সংসার খেলা
খেলার সাধ মিটে গিয়েছে, অতৃপ্তি তৃপ্তি হয়েছে
মায়ার শিকল ভেঙ্গে পড়েছে, আঁখির ঠুলি খসে গিয়েছে
ওমা আর জ্বলবো না, আর জ্বালাবো না
ওমা আর কাঁদবো না, আর কাঁদাবো না

হাসা কাঁদা শেষ হয়েছে, যাবার ডিঙা ঘাটে এসেছে
আমার বাসা ভেঙ্গে পড়েছে।
এইবার এসে দাঁড়াও দেখি মা, আমার সাধের সাধা প্রাণে গাঁথা
আশার বাসা ওই রাঙ্গা চরণ, পরাণ ভরে দেখে যাই মা,
আমার মায়ের স্বরূপ ফোটা ওই অভয় চরণ ॥

* * *

ভাবি আজ নিশি শেষে, (মোরে দেখতে) মা মোর এসেছিল
আকাশের চাঁদ জেগেছিল, প্রাণ ভরে হেসেছিল
দোরের কাছে ছিল, বকুল পায়ে পড়ে বরণ করে নিল
গাছের ফুল মুকুল ছিল, মাকে দেখে ফুটে উঠলো
মলয় বায় সাথে ছিল, প্রাণে সুগন্ধ ঢেলে দিল
(দেখা না দিয়ে মা যে বেদনা বাড়ায়ে গেল)
চাঁদ মলয়ে ছিল মিতালী, তাইতে করে ছুতিয়ালী
আমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল
আমার সনে ওদের আড়ি, মুখ দেখি না কভু তাদেরি
তাইতে করলে ছুতিয়ালী, দেখতে দিলে না মাকে আমার
আমি একটা শুকনা মলিন ঝরা পাতা, তাতে ছিলনা আসন পাতা
ফুলের রেণু ছড়িয়ে দিয়ে আমার মাকে নিয়ে গেল

শুকতারা দেখেছিল, তাইতে আমায় কয়ে গেল
রাঙ্গা পায়ের ফুলের রেণু সবাই মিলে মেখে নিল
উঠানে পড়ে একা আমি, মায়ের আশায় যাপি যামী
দেখা না দিয়ে মায়ে বেদনা বাড়ায়ে গেল ॥

* * *

কি করেই বা সাথে রবো
কি করেই বা পরশ পাবো
সদাই তাই খুঁজি গো মা

ধূলা বারি করে লও না
তোমার ছাড়া আর হবো না
সদাই তোমার দরশ পরশ পাবো

পথের ধূলার সনে মিশে
বেড়িয়ে বেড়াব সকল দেশে
আর তো ভয় থাকবে না

সবার পদের পরশ পাবো
আকাশ ধরা ঘুরে বেড়িয়ে
তোমার সাথে মিশবো তখন

বারি হয়ে রব যখন
চ'খের ধারা করবো বরিষণ
কেউ তো দেখতে পাবে না

তোমার অঙ্গে ধূলা দিবো
বারি হয়ে ধুইয়ে দিবো
মুছিয়ে দিলেও মুছবো না

লোকের চক্ষে ধূলা দিয়ে
থাকবো তোমার অঙ্গ ছেয়ে
কেউ তো বারণ করবে না

না ডাকিতে সঙ্গে সঙ্গে যাবো
সাথে সাথে বেড়িয়ে বেড়াব
লোকে জানতে পাবে না

(বারি হয়ে যখন যাবো)
আদর করে অঙ্গে নেবে
তৃষিত হয়ে পরশ দেবে
মনের সাধ মিটে যাবে

মনে মনে হাসবো আমি
জানতে পারবে না ওমা তুমি
সকল আশা পুরে যাবে

নদীর সনে বায়ুর তানে
মধুর দরশ ফুল-বিতানে
চক্ষের ধারা ছড়াব মা

ধরায় ভরা সবুজ বাগানে
ঘাসে পাতায় শিশির হয়ে
আঁখির বারি ছড়াব মা

যখন বেড়াবে নদীর সঙ্গে
জল ছিটাব তোমার অঙ্গে
মলিন বারি হলেও ঠেলতে পারবে না

যখন যাবে বাহি তরি
বক্ষে নিয়ে যাবো ধরি
ঢেউ খেলিয়ে অধীর হয়ে

নেচে নেচে মন মাতায়ে
চলবো তোমায় হৃদে লয়ে
উল্টে পাল্টে মনের সাধে

ছায়া পড়বে আমার গায়ে
চাঁদের সনে যাবে মিশায়ে
কুমুদিনী উঠবে ফুটে

চাঁদের শোভা মলিন হবে
বহু জনমের সাধ মিটিবে
পঙ্কজিনী পঙ্ক-হ্রদে

উঠবে ফুটে আধার পদ্মে
আধার মণি বিকশিয়ে
থেকো মাগো দাঁড়াইয়ে

আশা যাওয়া ঘুচে যাবে
আর আসবো না তোমার দুখের ভবে
দুঃখের বোঝা হাসা কাঁদা
দুনিয়ায় ॥

* * *

বেলা যে চলে গেল অসার খেলায়
বেলা যে চলে গেল অঙ্গুলি হেলায়
সাঁঝ যে এলো ঘনায়ে
পথ তো জানি না একলা আঁধারে
অকূল নদীর এপারে
কেমন করে যাই ওপারে
আতঙ্কে উঠি শিহরি
পার করবার নাইক কাণ্ডারী

'মা' যে দেখি হেসে হেসে
দাঁড়িয়েছে সামনে এসে (রূপরাশি ছড়ায়ে)

দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল
আতঙ্ক তরাস দূরে গেল

হাত ছানিয়ে ডাক্‌ছে যে মা
কেবল বল্‌ছে আয় মা, আয় মা

মধুর ধ্বনির মধুরিমা
স্বরূপ শোভার সে গরিমা

ছুটে গিয়ে ঢেলে দিয়ে এলাম
আমি, 'আমার' মলিন বোঝা (রাঙ্গা পায়)

হেসে হেসে নিলেন তুলে
অভয় পদের শ্রীপদ-কুলায়

কেন ভাবি কেন খুঁজে মরি
খুঁজে নিলে 'মা' আমায়

এই অভয় পদ তরে কেঁদে কেঁদে
ফিরেছি কত দেশান্তরে

মা হারার মা আপনি এসে
ডেকে নিলে শ্রীপদ-কুলায়

মায়ের দরদ, মায়ের পরশ
মরুহৃদে গেল ছড়ায়

৩

এবার 'মা', 'মা', 'মা', 'মা' বলে
চলে যাবো অবহেলায় ॥

* * *

মন শিখী আজি পেখম ধরেছে
আনন্দের ঘনঘটা হৃদয়ে ছেয়েছে
বরাভয় করে অভয়চরণা 'আনন্দময়ী আসিছে'
মৃদু মন্দানিল হেলিয়ে দুলিয়ে
আনিছে বারতা সবার হৃদয়ে
নিশির শিশির অশ্রুবিন্দু ঝরে
মালিকা অর্পিছে পাদপদ্ম 'পরে
ত্রিবেণীর ধারা গৌরবে উছলি
তটভূমে আসি পড়িছে উথলি
চাঁদিমা, জ্যোছনা অঙ্গ 'পরে ধরি
অনুরাগ সোহাগের গীতিকা গাহিছে
বিহগ কাকলি করে কোলাকুলি
আনন্দোচ্ছ্বাসে পুলক ভরে
ওমা, তোমার আসন, মনসিজাসন
পাতান রয়েছে

বারেক আসিয়া দাঁড়াও জননী
তৃষিত হৃদয় চাহিয়া রয়েছে ॥

প্রয়াগ কুম্ভমেলা
১৩৫৪

* * *

'মা' বলে ডেকে আয় মন,
মায়ের কোলে ছুটে যাই
এলোকেশী কোল ছড়িয়ে
এলিয়ে পড়েছে ভবের গায়

তারিণী রূপ ধরে যে
তারিতে এসেছে ধরায়
'মা' বলে ডেকে ডেকে
ধরাময় বেড়িয়ে বেড়ায়

শঙ্কর যে পদ হৃদে ধরে
মুরারি বলে 'দেহিপদপল্লবমুদারে'
(ওরে) সেই পদ এবার ধরার হৃদে
ধরা দিয়েছে হয়ে সদয়

(ওরে) এই 'মা' যে হয় কখন দ্যুতি
কখন হয় স্তবের স্তুতি
আবার হয়ে ভক্তির মুক্তি
যোগীর ধ্যানের ধ্যেয় অনুভূতি হয়

আবার খেলে লুকোচুরি
সরে গিয়ে লুকিয়ে রয়
কিসের সাধন কিসের বাঁধন
একবার যদি চিনিয়ে দেয়

ওই দরদভরা আঁখি দুটো
বারেক যদি ফিরে চায়
ওরে আর আসবো না, আর কাঁদবো না
জড়িয়ে থাকবো (ওই) রাঙ্গা পায়

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য
যদি একবার স্থান পাই ওই অভয় পায় ॥

* * *

ও 'মা', এ ভ্রান্ত জীবন অন্তকালে
যদি না ডাকিতে পারি তোমায়

তুমি কি আসিবে না, তুমি কি দাঁড়াবে না
পথহারা পথিকের অন্তসময়

অন্ধ নয়নে ক্ষীণ জীবনে
দীন হয়ে রব তব পথ চাহিয়া
অকুলের কূলে, অজানা পথেতে
কেবা সাথী হবে ভাবিয়া

অকূল আঁধারে নিরাশার কূলে
কার ভেলা চড়ি যাবো পথ বাহিয়া
শিথিল বন্ধন, শিথিল জীবন, শিথিল অঙ্গ
স্মরিব কাহারে কেবা আসি দাঁড়াবে

'মাগো' ছাড়া আর কাকেই বা ডাকিব
কি ভাষণ আসিবে বয়ানে
সেই অবশ অস্ফুট 'মাগো' ধ্বনি
তব কানে যেন যায় ছুটিয়া

চঞ্চল চরণে স্খলিত বসনে তড়িৎ গমনে
একবার এসে দাঁড়ি
স্নেহ-প্রেম-ভরা প্রসন্ন নয়নে
ও অমিয় দিঠি একবার বরষিয়া দিও

আমি ও অভয় চরণ
ভীত দীন শঙ্কিত চিত্তে ধরিব জড়ায়ে

জীবন-সাধনা, কামনা বাসনা
সকলি পূরিবে, তুঃখ দৈন্য যাবে পলাইয়া॥

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম

*　　*　　*

ওমা, যখন ধরা থেকে বিদায় নেব
তোমার অভয় চরণ তলে
আমার অঙ্গ-ঝরা তিনটে জীবন
রেখে যাবো ধরার পরে

মা-হারা হয়ে তারা যখন দাঁড়াবে
তোমার অভয় চরণ তলে
স্নেহের দিঠি বুলিয়ে দিও, কোলের কাছে টেনে নিও
মুছে ফেলবে সজল নয়ন

'বাবা' বলে তাদের ডেকো, তুমি মা রইলে তাদের
বুঝতে যেন পারে তারা
'মা', 'মা', 'মা', 'মা', বলে যেন ডাকে, তোমার
শ্রীপদে লুটিয়ে থাকে
এ 'মা' বলা ফুরাবে না আর তাদের

ওমা, তুমি যে আমার নিজের কামাই তালুকদারী
এরা যে তার অধিকারী
কত জনম জনমের আমার বুক ভেজান চোখের জলের
সেচন করা আবাদ ফসল জমিদারী

আমার এ তালুকদারীতে নাইক হাজা নাইক শুখা
সদাই সরস সদাই তাজা
এ যে শান্ত শীতল শোভন মধুর পরমার্থ
তত্ত্ব রসের নির্ঝর ধারা

এ যে কল্পতরুর ছায়ায় ঘেরা
চতুরবর্গ ফলে ভরা
ভবের তাপ বিমোচন দুঃখ হরণ
ত্রিতাপ নিবারণ রাঙ্গা চরণ

ও ভোলা মা, ভুলে যেও মা
তিনজনকে সমান করো মা,
ওই অভয় পদের অধিকারী
আমার এ সনদ, তায়দাদ পাট্টা উইল

তোমার ওই ত্রিলোকজয়ী শ্রীপাদপদ্ম
বুকের ভিতর প্রাণের ভিতর বংশের
ভিতর রইল আঁকা ॥

বিন্ধ্যাচল
মায়ের আশ্রম }

* * *

চিদাকাশে আজি কেন বাদল ঘন
(চিদাকাশে আজি কেন বাদল ঘন)

হবে বুঝি কৃপাবারি বরিষণ
নিরবিল 'মা', 'মা', 'মা', 'মা', ধ্বনি
গরজন হৃদয় পূরিল

মহাজ্যোতি হৃদাকাশে তড়িৎ হানিল
প্রাণ-পাখী পুলকিত দরশনে চমকিত
শিহরিত আবেশে মগন

সে তড়িৎ হানা প্রাণে, কামনা বাসনা সনে
আনমনে মা যেন এসে দাঁড়ায়েছে

ঘটাকাশে চিদাকাশে মিশে গিয়ে অবশেষে
জলবিম্ব জল মাঝে, অনন্ত মিলন (অনন্ত মরণ) ॥

* * *

জগৎ-কারণ ভব-ভয় হারণ
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রিপু নাশন
শুভ্র জ্যোতি প্রকাশন মা

অপার করুণা অপার গরিমা
অমিত শান্তি দান করত
চেতন দায়িনী চেতন ধারিণী মা

চন্দ্র সূরয নবগ্রহ মণ্ডল
নক্ষত্র বিরচিত আকাশ ভূমণ্ডল
স্তুতি করত সব করযোড়, মা

সৃজন পালন নাশন কারিণী
প্রকৃত রূপ, শান্তি বিধায়িনী
চেতন কারণ জ্ঞান দায়িনী মা

সুন্দর স্বরূপ অপরূপ ভাষ
বিলোকিত, মন হোত উল্লাস
মোহিত চরাচর ভেদ প্রকাশিনী মা

আবাগমন করত নিবারণ
স্মরহু ওহি বিমল চরণ
ভ্রমরা হো'য়ে গুঞ্জন করো মা

মধুর মধুর মধুর হাসন
মধুর মধুর মধুর ভাষণ
করুণা মণ্ডিত করুণা লোচন মা

দুঃখ, কষ্ট, শঙ্কট, তারণ
ভব মোহ করত নিবারণ
দহন মরণ করত মোচন মা

প্রকৃতি রূপ নিজ স্বরূপ
স্বয়ং আগত মানব রূপ
জগৎ দুঃখ নাশন অবতার মা।

সুন্দর রূপ, মনোহর মূরত
চকোর সম দর্শন সুধা পিবত্ত
ঘেরি ঘেরি ফেরি ফেরি কহো মা।

ধূপ, দীপ, মনছ সে লাই
ফুল চন্দন ভক্তি মিলাই
চূন চূন কলিয়াঁ মালা বানাই দেহুঁ মা।

ঘেরি ঘেরি ফেরি ফেরি
আরজ করূঁ আরজ করূঁ
শঙ্কট হরো মোরি মেইয়া।

দুঃখ, দৈন্য, পীড়ন, হিংসা, ক্রোধ নিবারণ
জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, ভক্তি দেহুঁ
দেহুঁ মোরি মেইয়া।

জনম জনম তেরে চরণ
রাখূঁ শরণ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান
বাঢ়াও মোরি মেইয়া।

চন্দ্রবদন, দুর্লভ চরণ
ত্রিভুবন ধারণ মন প্রাণ মোহইয়া
মোরি নির্ম্মলা সুন্দরী মেইয়া

মিনতি করূঁ করজোড়
আরতি করূঁ আরতি করূঁ
ঘেরি ঘেরি

জগৎ ভাষণ উচ্চারণ
'আনন্দময়ী মে'ইয়া মোরি মেইয়া

* * *

অব্‌ তো নেহার, অব্‌ তো সুধার, অব্‌ তো উবার
পারকে উৎরাইয়া
দিনওয়াতো বীত গঈ সাঁঝিয়া আঁধেরি ছাই
সুঝত নাহি ডগরিয়া
অগম নদীয়া ফূটহি নইয়া করম ভাঁওর
নাহি সুঝত খেওইয়া
গিন গিন, তুমে বিন বিতায়েঁ ওঁ বহুত দিন
অব রহো কুছ দিন
দরশ দেও দিনকে বিতইয়া

আশ তুমরি পিয়াস তুমরি
তুম বিনা কোন্ পূঁছে মেরি দরদিয়া
অবহু ন আয়েও বতিয়া ন পূঁছেও
কঠোর ভয়েও মনকে বসইয়া
আঁসুয়ন জল সিঁচত পিছল ভই ডগরিয়া
আওত লাগত চরণ কমল পর
কিচ্ড়িয়া দরদিয়া ॥

* * *

আঁধার জীবনে আঁধার নয়নে
আঁধার নদীর আঁধার কূলেতে
অবসান দিনে শেষের বেলায়
কার পদতরি আশ ধরিতে
হেসে হেসে কেবা চেয়ে চেয়ে রয়
মোহন মূরতী ভাবের আলয়
নদীয়ার শোভা যেন পূর্ণোদয়
ওগো কাণ্ডারী কেন গো লুকাও
স্বরূপ রূপেতে পার করে লয়
ও পদ-তরণী দেহ গো আশ্রয়

ওগো কাণ্ডারী আর ভুলায়ো না
ও পদ-তরণী আর ছাড়িব না

জীবনের মূলে, ওই পদ ভুলে
কূল হারা হ'য়ে বেড়াই অ লে

কাণ্ডারী কেন দূরে দূরে যাও
সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে এল তরিটি ভিড়াও

তুমি যে হয়েছ নেয়ে, বসে আছি পথ চেয়ে
কেন আর আড়ে চেয়ে সরে সরে যাও

'এস', 'এস', বলে ডাকি, পথপানে চেয়ে থাকি
ক ডাকে আসিবে তুমি স্মরণ না হয়

মৃদু মৃদু বরিষণ, তড়িৎ যে ক্ষণে ক্ষণ
দীন, ভীত মন, ফুকারে কাঁদায়

অনন্ত নদীর কুলে নিরাশা জাগায়
তোমারে কাণ্ডারী জানি

অকূলে নিবে গো টানি
আসিতে কেন গো দেরী শেষের বেলায়।

* * *

ওমা কার ভাবেতে ভবে এসে
আনন্দের হাট বসিয়েছ

'মা' নামের কেনা বেচা আবার
নিজেকে বিলিয়ে দিতেছ

যমুনাতটে প্রেমের হাটে
বিকিয়েছিল নীলকান্ত মণি

এবার কলির আনন্দ হাটে বিকাচ্ছে
চন্দ্রকান্ত মুক্তামণি

এ মণিতে হরিনামের মধুভরা পসরা
দ্বারে দ্বারে ছড়িয়ে বেড়ায়

স্বরগ লাবণি ভরা রূপরাশি
'মা' 'মা' ক্ষরা অমিয় ঝরা ভাবরে

যে জহুরির কষ্টি আছে হৃৎকন্দরে
এ মণি সে চিনতে পারে রাখে হৃদিপদ্ম পরে

একবার 'হরিনামে' কূল ভেসেছিল,
হরিনামের বান ডেকেছিল

এবার আনন্দের হাটে এসেছে নামের বন্যা
একুল ওকুল দুকুল ভাসিয়ে দিল

এ অকূলে নামের মূলে ডুবে গিয়ে
কূল পেলে ওই অভয় পায়

যারা চিনতে পারে না, ডুবতে জানে না
কূল হারিয়ে আমার মতন ভেসে বেড়ায়

আঁখি ঠেরে ডাকে ইসারায়, সঙ্গে লয়
আনন্দ ঢেলে দেয় মনে প্রাণে

কলি যে হয়েছে ধন্যা, এসেছে বন্যা
আনন্দময়ীর আনন্দ হাটে আনন্দ দানে ॥

* * *

প্রাণের বেদন ঘুচিয়ে দে মা
তোর ওই আদর করা দরদ ঝরা 'মা' 'মা' ডাকে

পড়েছিলাম পথের ধারে
'মা' ডেকে, মা, আনলি ঘরে

এখন দে রে কোল বাড়িয়ে
ঘুমিয়ে পড়ে বেদন ঘুচাই

'মা' 'মা' বলে ডাকলে পরে
আগড় দেওয়া প্রাণটা যেন খুলে যায়

ডেকে নে মা, ডাকিয়ে নে মা, যে ডাকেতে
ঘুমিয়ে প'ড়ে কোলে যাই

তোর কোলটা যে মা ছড়িয়ে দেওয়া
পা দু'খানা বাড়িয়ে দেওয়া

ডাকতে জানি না যেতে পারি না
পথ পাই না, ভেবে কেঁদে দিন কাটাই ॥

✿ ✿

দিনে দিনে দিন ফুরাল
দীনের দিন তো হলো না
আঁধারে রয়েছে সদা
আমার আঁধার ঘুচলো না

বলে দে মা কোথায় গেলে
আঁধার ঘুচে আলো পাবো

কোন কুটিরে কোন মন্দিরে
কোন আঙ্গিনায়
থাকবো আমি নিরিবিলি

ডাকবো তোমায় অনাবিলি
'মা' মন্ত্রে 'মা' ফুটিয়ে মা, মালা গেঁথে
গলায় দিব হার তুলি

মনোগ্তানে ফুটিয়ে জবা
পায়ে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রাণের আগড় খুলে দিয়ে
বসে থাকবো পথ চেয়ে

আমার মা এসে আমায় ডাকবে যখন
লুটিয়ে নেব পদধূলি ॥

* * *

বাসনা কেন গো জেগে
বেদনা বাড়া'য়ে দেয়
আমি ভাবি ফল-মূলে
উপাড়ি দিয়েছি তুলে
আশাময় আশাপদে
আর বুঝি জাগিবে না
কারে দেই কেবা লয়
অজানা গ্রাহক সে যে
আমাকে তো চেনে না
আমি কি চিনেছি তারে
সে দিঠি তো হলো নারে
বাসনা পিয়াস সনে
আমারে ডুবায়ে দেয় ॥

* * *

যাবার বেলায় মুছিয়ে দিও
জনম ভরা ব্যথার জ্বালা

একবার বসে দাঁড়িয়ে থেকো
চেয়ে দেখ' শেষের বেলা
হৃদে ধরে নিয়ে যাবো
মরম ভরা চরণ-রেখা

মানসে পরশ দিও
দরদ ভরা আঁখি-ঠারা
শিয়রে দাঁড়া'য়ো এসে
পুলকে যাবো গো ভেসে

মিলন সায়রে হবে
জীবনের শেষ খেলা ॥

* * *

আমার 'মা' যে ফুটে উঠেছে
হৃৎ-কমলের কমলিনী
ভব সাগরে উদয় হয়েছে

কত শত শত শতদলে বিকশিয়ে
পাপড়িগুলা তায় এলিয়ে
ধরাময় ছড়িয়ে পড়েছে

পরমার্থ পরাগ কেশর তায় ফুটিয়ে
মুক্তি-গন্ধে ভরা শুদ্ধ সত্ব রেণুগুলা
ভাব-বাতাসে মোহিত করেছে

মায়ের আঁখি-লোরে কৃপা ঝরে
হেলে দুলে দয়া সায়রে
কৃপা দিঠির ঢেউ খেলিছে

ঝরঝরিয়ে ঝরা মধু
ঢলঢলিয়ে থাকতে নারে গড়িয়ে পড়িছে
গুণগুণিয়ে কত ভ্রমর

মধু লোভে আশেপাশে
জড়িয়ে ধরেছে

কি মধু যে ওই ভরা কমল
অফুরন্ত অমল ধবল
অতৃপ্তি-হিল্লোলে সে যে

প্রাণের মাঝে পিয়াস হানিছে
তরঙ্গ খেলিছে।

ভক্ত জনের ভক্তি ভজন
স্তাবক জনের স্তুতি স্তবন
সাধক জনের সমাধি সাধন
দর্শক জনের নয়ন ভরা দরশন

যে ধরতে পারে জড়িয়ে ধরে
আপন জেনে লুটিয়ে পড়েছে ॥

* * *

ওরে বকুল পড় রে ঝরে
আমার মায়ের চরণ পরে
ফোটা জীবন উঠবে ফুটে
জনম সফল পরশ লুটে
দখিন বাতাস সাথে করে
মায়ের পায়ে পড় রে ঝরে
তোর প্রাণটা মধু-ভরা
উদাস করা বাঁধন-হারা
স্বরগ-স্বপন দেখতে পাবি
আসা যাওয়ায় মুক্ত হবি
তোর মতন যদি আপন হারা
সরল কোমল ম -ভরা প্রাণটা
পেতুম ঝরে পড়ে মিশিয়ে যেতুম রাঙ্গা পায়
আমার মা যে মুক্তকেশী
মুক্তি দিচ্ছে দিবানিশি
ঝরতে পারি না পড়তে পারি না
জনম জনম রইলুম বসে
করম ডোরের বাঁধন পায়ে ॥

(বাড়ীর সামনে বকুল গাছ। মা আসিবার আশায় লিখিত)

* * *

স্বরণী বরণী হয়ে
বরিয়া এনেছে যারে
এ যে বরণাতীতা বরবর্ণিনী
ভাবাতীতা অভয়া রে
হৃদিপদ্ম-বিহারিণী
শতদল-বাসিনী রে
মানস পঙ্কজাসনে যোগীজনে
মনে প্রাণে স্বাধিষ্ঠানে সাধিতা রে
গুণাতীতা গুণময়ী
নির্গুণা ভাবনাময়ী

বিশ্ব বিমোহিনী মায়াতীতা মায়াময়ী রে
ছন্দে ভরা স্পন্দময়ী কাঙ্ক্ষিতাময়ী রে
তারিণী রূপেতে
এসেছে তারিতে
বাৎসল্য ভাবেতে লহরী খেলিছে
দয়া ক্ষমা জ্যোতিঃ উথলি পড়িছে রে
ভাবে গড়া ছবি
নহে তো মানবী
মানবী রূপেতে এসেছে ধরায়
ভাবের তরঙ্গে ঢেউ খেলে যায় রে
আঁকিতে নারে যে
মনের মানস পট রে

অচঞ্চলা হয়ে চঞ্চল চরণা
আপন ভাবেতে আপনি মগনা
মাধুর্য্য প্রতিমা
জ্যোতির ভাতিমা
বিশ্ব-চরাচর শ্রীপদে লুটায়
মা মা মা ধ্বনি রবে জগৎ ভাসায় রে
তড়িতে চকিতে
যে পারে ধরিতে
মায়া মোহ ঘোর ভবের স্বপন
জনমের মত ভেঙ্গে যায় রে ॥

* * *

আগো তোমার ওই দয়ার বাদল ভরা প্রাণে
স্নেহ প্রেম বারি বরষিয়া যায় যে
ইন্দিবর আঁখি কুঞ্চিত দিঠিতে
বাৎসল্যের ধারা গড়াইয়া পড়ে যে
তাতে মা মা ধ্বনি করা অমৃত গরজ নির্ঝরা
শ্রবণ ভেদিয়া অন্তরে পশে রে
আবার উদাস অনিল হাস্যধ্বনি তাহে
ঘর ছাড়াইয়া দেয় রে
বাড়ায়ে দিয়েছ শ্রীচরণাম্বুজ পশারি দিয়েছ মৃণাল ভুজ
যেন নাহি যাই কালের কোলে রে

অস্থির হইয়া চঞ্চল চরণে দেশান্তরে ফিরি
ভাব ঘটা কৃপা অহেতুকী দয়া বরষিছ যে
এ মরু হৃদয় না তিতিল তাহে
না ডুবিল ও দুর্লভ পদে রে
বধির অন্তরে শুনিতে না পাই
নাহি জাগে হিয়ার চেতন আধার যে
সাধন হারা বাঁধন ভরা
করম বিপাক বশে যে
কি ছার করম কি ছার ভরম
জীবন জনম সকলি বিফলে গেল রে ॥

* * *

কার চূড়া বাঁধা ছবি
হৃদয় অঙ্গনে স্মৃতি হানে
কার গাম্ভীর্য্য সুষমা
মাধুরী গরিমা বিরহ আনে

কার গজেন্দ্র গমন
হিয়া মাঝে বিচ্ছেদ হানে
কার মা মা ধ্বনি মধু করণকুহরে
ধ্বনিত করে

কার দরশ পিয়াসে
প্রাণ পিপাসিত করে
কার অঞ্চল তলে
লুকাইতে প্রাণ আকুল করে

কার অমল সুন্দর
পদতলে মাথা আপনি ঢলে
কার মুখ পদ্ম পানে
প্রাণ চকোর চাহিয়া থাকে

কার বাক্য-সুধা-বারি
করণকুহর ধন্য মানে
কার স্নেহ প্রেম দয়া করুণা মলয়
সতত বহে

কার তরে ঘর ছাড়ি
সবে সাথে সাথে চলে
কার মোহন মূরতি আঁকিয়া
লইতে ত্বরিত করে

কার তরে আঁখি-বারি
আপনি ঝরে
কার স্বরগ জ্যোতি
চাঁদিমা অঙ্গে উথলি পড়ে

এ যে সন্তান-বৎসলা
জননী নির্ম্মলা করুণা পয়োধরে
অমৃত ঝরে ॥

* * *

ওমা,
কবে মন-মধুকর
হৃদি মধুচক্র পর
সঞ্চিবে তব পদ করুণা মধু

পিবতী করুণা ঘন
তিরপীত মন প্রাণ
ভব বাসনা কামনা হবে নাশন

স্পর্শিত হলো না মধু
চেয়ে থাকা হলো শুধু
নিরাশ পিয়াস মথিত জীবন

ভ্রমর হলো না মন
না গুঞ্জরিল অনুক্ষণ
ডুবিল না তাহে তিক্ত প্রাণ

তুমি যে অনন্তময়ী
অনন্তের লীলাময়ী
সীমাহীন কৃপাছন্দে লীলায়িত

শুষ্ক এ হৃদিতল
তব দয়া না তিতায়ল
না বহিল কৃপা ক্ষমা স্রোত

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ প্রাণ
অন্তিমে তোমার দান
সাথী হবে দয়া ক্ষমা নাস্তি ত্রাণ

দুরাশা আশ্রিত হয়ে
জীবন যায় গো বয়ে
তিক্ত জীবন অন্তকালে সাথে দিও
কৃপা মধু

তুমি যে মধুচক্র
মধুভরা ভবচক্র
তোমার পদমধু আনে মধুময়
এ জীবন মধু

* * *

ভয় কি মন কিসের বেদন
ওই দেখা যায় অভয় চরণ
কোল বাড়িয়ে পা ছড়িয়ে
বসে রয়েছে মা যখন

মহাভাবে ডাক দিয়েছে
সকল বাঁধন খুলে গিয়েছে
দয়ার মলয় তায় বহিছে
দৃষ্টিবারি ক্ষণে ক্ষণ

মা থাকতে কাকে ডরি
আর কাকেই বা স্মরণ করি
জোর করে রাখবো ধরে
অধম তারণ অভয় চরণ

* * *

ওগো এই মিনতি করি
ওই রাঙ্গা পায়
যে প্রদীপ জ্বেলেছ চিতে
নিভে যেন নাহি যায়

ক্ষীণ রেখা ক্ষীণ আলো
যেন সাথে সাথে রয়
কুল হারান পথ খোয়ান
প্রাণটা যেন আলো পায়

এই আঁখি জলের আলিপনা
মুছে যেন নাহি যায়
রে দেও দেখা দিও
সেই শেষের অসময়

অনুপায়ের তারণ উপায়
তুমি যে তারিণী মা
করম ফলের পাথারে যে
হাবুডুবুর নাইক সীমা

শেষের কথা
একটা বলি
এই লোটান মাথা পা দুটাতে
যখন পড়বে ঢলি
দৃষ্টি খড়্গ দিয়ে মাগো
নির্ব্বাণ পদে দিও বলি ॥

এলাহাবাদ

* * *

ওমা, যখন মুদবো আঁখি
দিও না ফাঁকি
বারে বারে তাই বলে রাখি
(ওই) অভয় চরণ হৃৎ-কমলে
যেন রাখি আঁকি

কাকে বলে সাধন ভজন
কাকে বলে ভক্তি পূজন
জানলুম না, জানালে না
কেবল দিলুম কাজে ফাঁকি
এখন শেষের বেলায় তাই মনময়
কাকে ডাকি ?

দয়াময়ীর দয়া সায়রে
সাঁঝের বেলায় যদি দিতে
পারি পাড়ি
ভাসিয়ে নিয়ে পার করবে মা
এই আশায় বুকটা বাঁধি ।

* * *

বল মাগো কবে তুমি এইরূপে
দেখা দিবে
ওমা মনোময়ী কল্পতরু
মনোরমা
এলান চিকুর মাগো ধরাতল
চুমিবে

(প্রভাত) সুধাংশুকিরণ ভাতি অঙ্গ 'পরে
ছাইবে
উন্নত শোভন ভালে পূর্ণচন্দ্র
শোভিবে
শুকচঞ্চু নাসা 'পরে তিলক
(যে) আঁকিবে
কেশরীলজ্জিত কটি মেখলারি
পরিবেশ
শত চন্দ্র কণ্ঠহারে ধরণী
লুটায়ে যাবে
শ্রীপদ চরণ 'পরে মানসেরি
শতদল
রূপের সায়রে আভা তাহে
ঢেউ খেলিবে
হাস্য বিম্বাধরে মাগো ভাবেতে
লহরি দিব
সে হাস্য যে মনোহরা মুনিমন-
মাতোয়ারা
হাসিতে পড়িবে খসি রবি চন্দ্র
গ্রহ তারা
অঙ্গেতে উথলি যাবে রমণীয়
কিশোরতা

লীলায়িত অঙ্গে তব ভাবের কি
আবিলতা
ঝলকে লাবণি শোভা হৃদয়
উজল হবে
কন্দর্প লজ্জিত আভা তড়িৎ খেলিয়া
যাবে
একবার দেখে আঁখি মুদে লব
আর আঁখি খুলিব না
আর সাধ থাকিবে না

এলাহাবাদ

* * *

আজিকে যমুনা কেন উজানে বইল
কদম্বতলে যাঁহা শ্যাম বংশী বজাওল
কভু বংশী বাজে গুমানে ভরি
কভু বংশী বাজে সপ্তসুরা
অনাহত ধ্বনি লহরী
কভু বংশী বাজে রাধা রাধা রাধা করি
শুনত বাঁশুরী রাধা প্যারী সব গোপনারী
ঘুঁঘুরু বজাওত ঘাঘরা ঘুমাওত
হরি হরি ওড়নী উড়াওত তালি বাজাওত

কদমতলে ধাওল রাধা প্যারী (মাখন)
কদম্ব শাখ পরে ঝুলনা পড়লো
ঝুলায়ত রাধা কিশোরী শ্যামসুন্দর
কজরী গাওত সব ব্রজনারী
শ্যামসুন্দর অঙ্গে বৃষভানুনন্দিনী
ঢলিয়া পড়লো
ঝরয়ি কদম্ব ফূল্ আসন বিছাওল
সুগন্ধ মন্দ গন্ধ সমীর বাঁটলো
ময়ুর ময়ূরী পেখম খোল নাচন ভুললো
কোকিল ভৃঙ্গ স্বর নিকাশন স্তম্ভিত হওলো
ঘনঘটা ছায়ী বাদর বরষণ ভূললো
তড়িৎ দামিনী ক্ষণে ক্ষণে দরশন করলো
যত ব্রজনারী সোহং সাযুজ্য রূপ হেরি
দেহ, মন, প্রাণ জ্ঞান ভূল সবহি সঁওপলো
ঋষি মুনিজন ধ্যানাবস্থিত-মন সকলি দর্শিলো
মো সম পাতকী নর কছুই না হেরলো
কছুই ন পাওল
ডূবত উঠত ভব সাগর মাঝ
জনম যো গোঁয়ায়ল বিতায়ল

বোম্বাই }
৭ই অগ্র ৬৪ }

* * *

আমি যে বেসেছি ভাল
তোমার কিবা আসে যায়
কত শত ভালবাসা
শ্রীপদে লুটায়
তুমি নহ নিরদয়
অপার করুণাময়
মন প্রাণ বিকায়ল
শ্রীপদ আশায়
ফিরে দাও দেখা দাও
এই অসময়।

*　　*　　*

আশে রয়েছি বসে
মা মোর ডাকিবে এসে
ভোলার ভুল ভাঙ্গিতে এসে
সে কি আমায় ভুলে গিয়েছে
আমি যে রয়েছি ভুলে
তাইতে ভুলের তরাস
আসে প্রাণে
সেই মোহন দিঠি সদাই জাগে
নিরাশ আশায় সিঁচন করে

জাগিয়ে জেগে বসে আছি
আশা কল্পতরু মূলে
কত দহন কতই বেদন
সবই তোমার দেওয়া বলে।

বোম্বাই
সন ১৩৫৬
২৯শে চৈত্র

* * *

মহাশেষের মহাসাধ

ওমা পতিতোদ্ধারিণী, ত্রিভুবন তারিণী,
কলুষ নাশিনী গঙ্গে।
অমৃত সিঞ্চিত, প্রেম বিলাইয়ে, ত্রিধারা রূপিণী
কুলকুল নিনাদিনী ত্রিভঙ্গে॥

কত পাপী তাপী, কত ঋষি যোগী দেশ দেশান্তর,
অনাথ আতুর মিলাইছ এক সঙ্গে।
পাতকী তারিতে, এসেছ ধরাতে, তাই পাপী তাপী
অন্তিম শয়নে আসে তব অঙ্গে॥

ও বারি পরশে, ধন্য মানসে, উচ্ছসিত চিতে,
গদগদ হৃদে অবগাহি তব অঙ্গে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সুরপতি সুরেশ্বর,
বাঞ্ছিত পদ তব যোগীজন সাধন নিবাস
সত্ব, রজঃ, তম, ত্রিগুণ ত্রিতন্ত্রী সম,
ও অঙ্গ অনুপম জ্যোতি প্রকাশ॥
ব্রহ্ম কমুণ্ডলু হ'তে, ধূর্জ্জটী জটা পটে
বিচরণ করি ভবে এলে মা পতিত পাবনী।
বিশাল বিপুল শুভ্র অঙ্গে কল কল নাদিনী
হিল্লোলে লীলায়িত অঞ্চল এলায়িত
ঢল ঢল যৌবন তরঙ্গে।

হৃদি উন্মাদন, নয়ন বিমোহন,
বাঞ্ছিত কল্পতরু রঙ্গে॥
কত ভালবাসা, কত আশা বাসা,
মাগো, লুকায়িত তব অঙ্গে।

প্রপঞ্চ মথিত চিতে, যেই দিন শো'ব চিতে,
শূন্য ঘটে, তব তটে স্থান দিও তনয়ায়।
তব অঙ্গে মিশাইও, তব কূলে স্থান দিও,
তির্যগ্ যোনিতে আর ফিরাইও না বার বার॥
তব কূলে কুণ্ডলিনী জাগায়ে দিও অমনি
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে অনাহতে বিশুদ্ধায়,
আজ্ঞাচক্র ভেদী যাবো সহস্রারে অমরায়।

প্রভাতের রাঙ্গা রবি, অপরূপ রাঙ্গা ছবি,
তব অঙ্গে প্রকাশিবে স্বাধিষ্ঠানে রাঙ্গা গায়।
দেখে দেখে চলে যাবো সপ্ত চক্রে অমরায়॥
নিদাঘে যখন রবি দেখাবে উজল ছবি,
ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না মাঝে ডুবি।
স্বাধিষ্টানে হংস সনে বেড়াব সে গরিমায়॥
চাঁদনী পুলক রাতে, অনাহত বংশী নাদে
পুলকে পুলক মিলি, কোকনদ মালা গাঁথি
দিব সে বাঞ্ছিত পায়।
অমানিশা রাতে মাগো, এলোকেশী 'মা'রে মোর,
দেখিব গো তব গায়॥
যাত্রাকালে দাঁড়াইও, পথ আগে দেখাইও,
না হই মা পথভ্রান্ত শঙ্কিত না হয় চিত,
হ্লাদিনী শকতি দিও, আসা যাওয়া ঘুচাইও,
ষড়্ রিপু মায়া পঞ্চে লীলায়িত ভব মঞ্চে,
আর যেন লীলা খেলা না খেলি মা পুনরায়॥
অন্তে ও অনন্তে মিশি, অমৃত ক্ষরিত সুধা-
পানে যেন ক্ষুধা যায়।
ওমা ত্রিভুবন তারিণী, পতিতোদ্ধারিণী
কলুষ নাশিনী গঙ্গে॥

সন ১৩৪৮
২১শে শ্রাবণ

আকাঙ্ক্ষিতা—
লীলাবতী